ISSN 2231-461X ABAHAMAN Vol. 8-9 No.9 -10 July - December 2016-17

আবহমান

ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকা

সম্পাদক
ড. মহীতোষ গায়েন

করপাস রিসার্চ ইনস্টিটিউট

ISSN 2231-461X ABAHAMAN

আ ব হ মা ন

ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকা

জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬-২০১৭
বর্ষ—৮-৯
যুগ্মসংখ্যা—৯-১০ ষান্মাসিক

সম্পাদক
ড. মহীতোষ গায়েন

করপাস রিসার্চ ইনস্টিটিউট
২৮/১/সি, গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা-৭০০০৬৮
(মধুসূদন মঞ্চের সন্নিকট, ঢাকুরিয়া ব্রিজ)
৯৮৩০২৭৫১০৬, ৯৪৩৩৬৫৯৭৫৪

আন্তর্জাতিক নারী দিবস; নারীর অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

মহীতোষ গায়েন

অ্যাসস্টান্ট প্রফেসর, সিটি কলেজ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা ৯

সারাসংক্ষেপ : ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সারা বিশ্বে এই দিনটি নারী দিবস হিসাবে পালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের পথিকৃৎ ক্লারা জেটকিন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারী শহরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে নারী পুরুষের সমানাধিকার দাবি জানান। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেন বিশ্বের শ্রমজীবী নারীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে নিউইয়র্ক দর্জি শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট ও সংগ্রামকে স্মরণ করে সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের উদ্যোক্তারা ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘ নারী দিবসকে স্বীকৃতি জানায়, সেই দিন থেকে ৮ মার্চ দিনটি নারী দিবস হিসাবে মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে।

নারীর জীবন শুধু অন্তঃপুরের ঘর গৃহস্থলীর কাজে আবদ্ধ থাকা নয়। সন্তান আর পশু পালনের মধ্যেই জীবনকে নিঃশেষ করে ভারবাহী জন্তুর মতো দেহ তিল তিল করে ক্ষয় করে দেওয়া নয়-তার জন্যও উন্মুক্ত রয়েছে খোলা আকাশ, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেবার মতো মুক্ত বাতাস, সর্বোপরি মানুষের মতো বাঁচার অধিকার। ভালোবাসা, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত চর্চা, রাজনীতি, খেলা, ধর্মাচারণ সবকিছুতেই আছে তার নায্য অধিকার।

কার্ল মার্কস তাঁর তত্ত্বে নারীমুক্তির সূচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মার্কসীয় 'ডায়ালেকটিকস'-এ নারীর অবস্থান ও ক্ষমতার বিন্যাস বোঝানো হয়েছে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। মার্কসীয় দর্শনে লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সাহসী পদক্ষেপের বার্তা ঘোষিত হলেও বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ-রাজনীতির ব্যাপ্তি এবং তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতার লীলা সুকৌশলে নারীমুক্তির পথে এক লৌহকপাট রচনা করেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্‌মুহূর্তে যে সমস্যাটি বেশি ভাবিয়ে তুলেছে তা হল হিংসা, দারিদ্র্যতা, ও ক্ষুধার আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে নারীদের। উদার অর্থনীতি ও খোলা বাজার অর্থনীতির ফলে নারী আজ পণ্যায়িত সংস্কৃতির দ্বারা আক্রান্ত। ভোগের উপাদান হিসাবে নারীদের ব্যবহার করার প্রবণতা সমস্ত বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, এই রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। বৃহৎ ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক সংস্থা নারীদের দেহ সৌষ্ঠবকে তুলে ধরে নগ্ন কদর্য বিজ্ঞাপনের মডেল হিসাবে ব্যবহার করছে। যার প্রভাব পড়ছে অল্প বয়সি তরুণ-তরুণীদের উপর। সারা বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির দাপটে সুস্থ জীবনবোধ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দারুণ রকমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার প্রভাব পড়েছে সমাজ-সংস্কৃতিতে, সমাজ হচ্ছে কলুষিত।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে বলতেই হয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত নারীবর্ষের ৩৯

বৎসর পথ পেরিয়েও শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বহু অসাম্য, নিপীড়নের বেড়াজালে আবদ্ধ নারীর অধিকার, স্বাধীনতা, নারীর সম্মান এখন পদদলিত তার নজির দিল্লীর নিষ্পাপ তরুণী দামিনীর, বারাসতের কামদুনিতে কলেজ ছাত্রী শিপ্রা ঘোষ-এর অকাল ব্যাথামেদুর প্রয়াণ। তাই একবিংশ শতকের উষালগ্নে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, প্রশাসন, প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের শুভকণ্ঠে ধ্বনিত হোক '...যাবার আগে উত্তর নারীকে / বাঁচবার উপযুক্ত একটি পৃথিবী দিয়ে যাব / নতুন শতকে এই হেস্তনেস্ত হোক / সবার উপরে সত্য যে 'মানুষ' / তার পাশে মানুষীও যেন ভালো থাকে।"

সূচক শব্দ :

৮ মার্চ, ক্লারা জেটকিন, লিঙ্গ রাজনীতি, আগস্ট বেবেল, 'হোম বেইসড ওয়ার্ক', 'আমার জীবন', চিত্রাঙ্গদা কাব্য, সমাজ-বন্ধন

'Freedom in always and exclusively freedom for the one who thinks differently'
—Rosa Luxemburg

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সারা বিশ্বে এই দিনটি নারী দিবস হিসাবে পালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের পথিকৃৎ ক্লারা জেটকিন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারী শহরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে নারী পুরুষের সমানাধিকারের দাবি জানান। নিউইয়র্ক দর্জি শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট ও সংগ্রামকে স্মরণ করে সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের উদ্যোক্তারা ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘ নারী দিবসকে স্বীকৃতি জানায়, সেই দিন থেকে ৮ মার্চ দিনটি নারী দিবস হিসাবে মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে আসছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন—'বহু দিনের যে সব সংস্কারজড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায়নি, তবু তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে। আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ 'সংসারের দায়িত্ব' তাদের স্বীকার করতেই হবে; নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা।'[১]

নারীর জীবন শুধু অন্তঃপুরে ঘর গৃহস্থালীর কাজে আবদ্ধ থাকা নয় সন্তান আর পশু পালনের মধ্যেই জীবনকে নিঃশেষ করে ভারবাহী জন্তুর মত ক্লান্ত দেহে তিল তিল করে ক্ষয় করে দেওয়া নয়-তার জন্যও উন্মুক্ত রয়েছে খোলা আকাশ, প্রাণ ভরে নিঃশেষ নেবার মতো মুক্ত বাতাস, সর্বোপরি মানুষের মত বাঁচার অধিকার।[২] ভালোবাসা, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত চর্চা, রাজনীতি, খেলা, ধর্মাচারণ সবকিছুতেই আছে তার নায্য অধিকার।

রাশিয়ার বিপ্লবের পর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে লেনিন ঘোষণা করেন—শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমান অধিকারের জন্য সংগ্রাম করা—শুধু মামুলি আনুষ্ঠানিক অধিকার নয়। এর প্রধান কাজ সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে তাদের টেনে আনা, তাদের পারিবারিক দাসত্ব থেকে উদ্ধার করা, অনন্তকাল ধরে কেবলমাত্র রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের কাজে নির্বোধ, অবমাননাকর বশ্যতা থেকে তাদের মুক্ত করা।[৩] লেনিনের এই বক্তব্যকে স্বীকার করে বলতেই হয়, একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে এসে আজকের নারী কিন্তু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতির প্রতিটি স্তরে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিজেকে মেলে ধরেছে সাবলীলভাবে।

রামমোহন নারীজাতির দুঃখ ও লাঞ্ছনা যতখানি সহানুভূতির সঙ্গে অনুভব করেছেন বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কেউ ততখানি অনুভব করেছেন কিনা সন্দেহ। সহমরণ, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ রোধ এবং নারীর অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যও তারা উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাল্য বিবাহের প্রথা উঠে যাওয়ার পর নর-নারীর বিবাহ